ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০৭৭
আগরতলা, ১৬ মার্চ,২০২০

করোনা : রাজ্যে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে

করোনা ভাইরাস সংক্রমণকে প্রতিহত করতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজ সকালে সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হয়। পরে বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার পরামর্শমূলক সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি জানান, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেমা হল, সুইমিং পুল এবং জিমনাসিয়াম বন্ধ থাকবে। তবে পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষা যথারীতি চলবে। আগামীকাল অর্থাৎ ১৭ মার্চ থেকেই এই আদেশ কার্যকর হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিস বসু, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং ও স্বাস্থ্য দপ্তরের স্টেট সার্ভেলেন্স অফিসার ডাঃ দীপ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যসচিব জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোনও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। ৭৮ জনকে সনাক্ত করা হয়েছিলো, এদের মধ্যে ২১ জনের পর্যবেক্ষণকাল শেষ হয়েছে। দু'জনকে সম্প্রতি হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে, তাদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা চলছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হোস্টেলগুলি আগামী ২১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিও ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টিকর আহারের জন্য প্রয়োজনীয় রেশন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যসচিব জানান, জনসমাগম এড়াতে দুটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনসমাগম হচ্ছে। তাই জেলাশাসকদেরকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ১৪৪ ধারা জারির জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ, সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব বা মেলা যথাসম্ভব আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত কম করার বিষয়ে অপর একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

***২-এর পাতায়

কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে করোনা নিয়ে অযথা আতঙ্ক ও গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মুখ্যসচিব জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে মুখ্যসচিব জানান, হাসপাতাল বা অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবায় যারা যুক্ত রয়েছেন বা যাদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাজারে মাস্কের ঘাটতির বিষয়ে তিনি জানান, এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও উৎপাদনকারী সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত কোনও গুজবে কান না দিতে তিনি জনগণকে আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যসচিব জানান, কারাগারের আবাসিকদের জন্যও মাস্ক ও অন্যান্য সতর্কতামূলক স্কিনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর নজর রাখতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যসচিব ড. দেবাশিস বসু জানান, জনগণকে সচেতন করতে স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই লিফলেট বিতরণের কাজ শুরু করেছে। রাজ্যে বর্তমানে চার জেলায় আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এতে ১৩০ জনের চিকিৎসার মতো পরিকাঠামো রয়েছে।

*****